unesco

Rural Craft & Cultural Hubs
of West Bengal

Department of MSME&T
Government of West Bengal

ছৌ মুখোশ

একটি জাতির সংস্কৃতি তার মানুষের হৃদয় এবং আত্মায় বাস করে

– মহাত্মা গান্ধী

পশ্চিমবঙ্গের রুরাল ক্রাফট ও কালচারাল হাব

পশ্চিমবঙ্গ প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। এই রাজ্যের পরম্পরাবাহী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বাংলার নান্দনিক উত্তরাধিকারের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। খেজুর পাতা এবং সাবাই ঘাস দিয়ে তৈরি ঝুড়ি, হাতে বোনা পাটের মাদুর (থোকরা),বেতের সরু কাঠি বা মাদুরকাঠি দিয়ে তৈরি শীতলপাটি এবং মাদুর, মৃৎপাত্র, কাঁথাশিল্প এবং অন্যান্য শিল্পদ্রব্য আমাদের কৌতূহল জাগিয়ে তোলে, যেখানে দেশীয় কারুশিল্পের দক্ষতার সঙ্গে জীবনযাত্রার উপযোগী শিল্পদ্রব্যের সংমিশ্রণ ঘটে।

বাংলার লোকশিল্প এই ভূখণ্ডের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, জাতিগত ঐতিহ্য ও প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনধারাকে প্রতিফলিত করে। মুখোশের বৈচিত্র্য, ডোকরা এবং অন্যান্য ধাতুশিল্পের কাজ বাংলার শিল্পকলার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলার সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে বাউল, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি গায়কদের সুমধুর সুর, ছৌ, রায়বেঁশে ও ঝুমুরের বর্ণময় নৃত্য, পুতুলনাচ ও পটচিত্রের মতো গল্প বলার ঐতিহ্য এবং গম্ভীরা, বনবিবির পালার মতো লোকনাট্য ও অন্যান্য লোকশিল্পে। 'রুরাল ক্রাফট অ্যান্ড কালচারাল হাব'(RCCH) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র, ছোটো, মাঝারি শিল্প উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তর (MSME&T) ও ইউনেস্কো-র (UNESCO) তত্ত্বাবধানে রূপায়িত একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পের লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং গ্রামীণ সৃজনশীল উদ্যোগকে শক্তিশালী করা। ২০১৩ সালে ৩০০০ হস্তশিল্পীদের নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং বর্তমানে রাজ্য জুড়ে ৫০০০০ হস্তশিল্পী ও লোকশিল্পীরা এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। প্রকল্পটি লোকশিল্পের ঐতিহ্যগত দক্ষতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বাস্তুতন্ত্রকে(Ecosystem) শক্তিশালী করেছে, বাজারের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ গড়ে তুলেছে, বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করে কয়েকশো মহিলা ও তরুণদের নেতৃত্ব দেওয়ার জায়গায় নিয়ে এসেছে। ডিজিটাল মাধ্যমগুলির ব্যবহারে উৎসাহী করে তুলেছে। তারা লোকশিল্প ও কারুশিল্পের প্রচারের জন্য সামাজিক মাধ্যমগুলি (Social Media) ব্যবহার করতে শিখেছে। প্রকল্পটি পরম্পরাবাহী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে শিল্পীদের উন্নয়ন, সামাজিক পরিসরে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং আরও বিভিন্ন সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

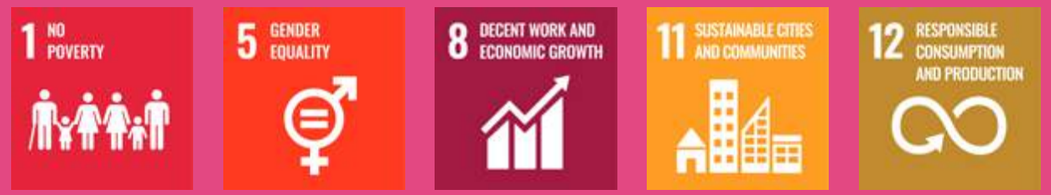

ছৌ মুখোশ

পুরুলিয়ার চড়িদা গ্রামে প্রায় ১৫০ বছর আগে বাঘমুন্ডির রাজা মদন মোহন সিং-এর আমলে ছৌ মুখোশ শিল্পের সূচনা হয়েছিল। আজকের দিনেও ছৌ নাচের মুখোশের কদর বাজারে কমেনি। মুখোশ প্রস্তুতকারীরা গৃহসজ্জা ও উপহারের জন্য ছোটো মুখোশও তৈরি করেন। যুদ্ধের দেহভঙ্গি থেকে ছৌ নাচের উৎপত্তি। প্রবল অঙ্গ সঞ্চালন, শারীরিক কসরৎ ও লাফঝাঁপ এই নাচের অঙ্গ। পুরুলিয়ার ছৌ নাচের শিল্পীরা পরেন অলংকৃত বড়ো মুখোশ। নাচে তুলে ধরা হয় মন্দের বিরুদ্ধে ভালোর বিজয়। পৌরাণিক কাহিনিভিত্তিক গল্পগুলি নৈতিক মূল্যবোধের কথা তুলে ধরে। ছৌ নাচ ২০১০ সালে ইউনেস্কো-র মানবজাতির ঐতিহ্যবাহী পরম্পরাগুলির তালিকায় স্থান পেয়েছে। মনে করা হয়, শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে এই নাচ চলে আসছে। যদিও এর উৎপত্তি সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায়নি। মুখোশ শিল্পীরা গৃহসজ্জার জন্য নানা ধরনের মুখোশ তৈরি করেন।

পুরুলিয়ার ছৌ মুখোশ ২০১৮ সালে জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন বা জিআই স্বীকৃতি পেয়েছে।

হস্তশিল্প কেন্দ্র

জেলা ঃ পুরুলিয়া

গ্রাম: চড়িদা

কীভাবে যাবেন?

বরাভূম থেকে ৩৬ কিমি দূরে
পুরুলিয়া থেকে ৬২ কিমি দূরে
(নিকটবর্তী রেলওয়ে স্টেশন)

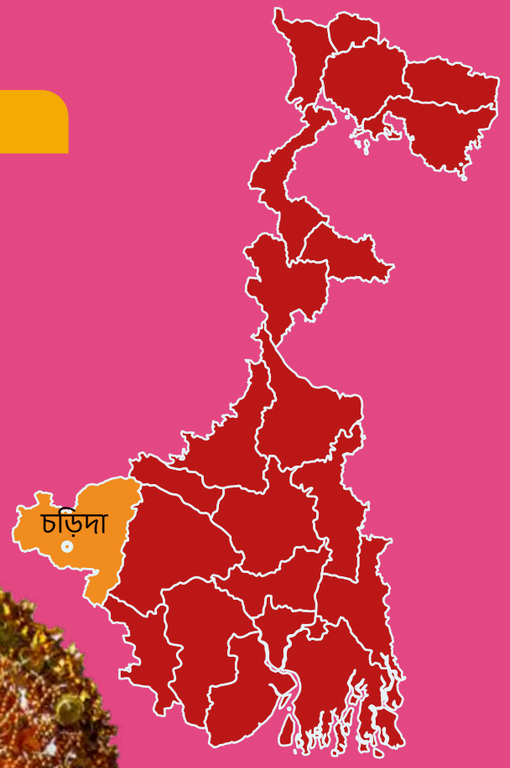

চড়িদা

পুরুলিয়ার চড়িদা ছৌ মুখোশ শিল্পীদের এক ব্যস্ত কেন্দ্র। এই ক্লাস্টারটি গ্রামীণ হস্তশিল্প ও সাংস্কৃতিক উদ্যোগের একটি অংশ। গ্রামের ৩৭৭ জন শিল্পী এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। ছৌ নাচের জনপ্রিয়তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছৌ নৃত্যশিল্পীদের সংখ্যাও বাড়ছে, তার ফলে এই মুখোশের চাহিদাও বেড়েছে।

পুরুষরা মূলত কাগজের মন্ড তৈরির কাজ করেন, মেয়েদের অধিকাংশই করেন অলংকরণ ও ফিনিশের কাজ। নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার অগ্রগতি, অনুশীলন এবং সুরক্ষার জন্য শিল্পীরা পুরুলিয়া ছৌ মুখোশ শিল্পী উন্নয়ন সমিতি, চড়িদা নামে একটি সংগঠন গড়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের উদ্যোগে গ্রামে গড়ে উঠেছে একটি লোকশিল্প কেন্দ্র ও কমিউনিটি মিউজিয়াম। গ্রামে বার্ষিক লোক উৎসব হয় এবং সারা বছর পর্যটকরা এই কেন্দ্রে আসেন। এটা হয়ে উঠেছে রাজ্যের একটি চমৎকার সাংস্কৃতিক পর্যটন গন্তব্য।

ছাত্র এবং ডিজাইনাররা এই কেন্দ্রে আসেন ছৌ মুখোশ তৈরির প্রক্রিয়াগুলি জানতে। তারা গুণী হস্তশিল্পীদের কাছে কাজ শেখেন। শিল্পীরা রাজ্য ও জাতীয় স্তরের উৎসবগুলিতে অংশ নেন, আরও সুযোগ এবং সহযোগিতামূলক বিনিময় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের ব্যাপারেও তারা আগ্রহী।

চড়িদার শিল্পী
পুরুষ - ২৪০ | মহিলা - ১৩৭

মুখোশ শিল্পীরা

দক্ষতার সুবাদে চড়িদার মুখোশ শিল্পীদের জাতীয় পর্যায়ের খ্যাতি রয়েছে। এলাকার বিখ্যাত শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন ফাল্গুনী সূত্রধর, কিশোর সূত্রধর, ত্রিগুণী সূত্রধর, মনোরঞ্জন সূত্রধর, দ্বিজেন সূত্রধর, জগদীশ সূত্রধর, জনমেঞ্জয় সূত্রধর, ধর্মদাস সূত্রধর, পরিমল দত্ত এবং ধর্মেন্দ্র সূত্রধর। শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই ঐতিহ্যে এখন তরুণ শিল্পীরাও আসছেন। বিজয় সূত্রধর, জনমেঞ্জয় সূত্রধর এবং রাজা সূত্রধরের মতো তরুণ শিল্পীরা অল্প বয়সেই তাদের কাজের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছেন। ধর্মেন্দ্র এবং পরিমল পেয়েছেন রাজ্যস্তরের পুরস্কার। অনিতা সূত্রধর, কাবেরী দত্ত এবং বেবি পালের মত মহিলা শিল্পীরা কাজে খুবই দক্ষ। ফাল্গুনী এবং ত্রিগুণী সূত্রধর গেছেন নরওয়ে।

ফাল্গুনী সূত্রধর	9735129308
জনমেঞ্জয় সূত্রধর	9002765861
বিজয় সূত্রধর	9732316254
মনোরঞ্জন সূত্রধর	9732336157
ধর্মেন্দ্র সূত্রধর	9679719388
রাজা সূত্রধর	8944023377
বেবী পাল	8768813116
অনিতা সূত্রধর	8159814410
কিশোর সূত্রধর	9593843783
ত্রিগুণী সূত্রধর	9564811026
দ্বিজেন সূত্রধর	9732085763
কাবেরী দত্ত	9732848895
পরিমল দত্ত	9593816766
ধর্মদাস সূত্রধর	9732210907
ভীম সূত্রধর	9635304740

প্রক্রিয়া

কাগজের মন্ড এবং কাদামাটি ছৌ মুখোশের প্রধান উপকরণ। চূড়ান্ত রূপ নেওয়ার আগে তা অনেক অন্তর্বর্তী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায়।

প্রথমে একটি মুখোশের মাটির মডেল তৈরি করা হয় এবং এটিকে শক্ত করার জন্য সরাসরি রোদে শুকানো হয়। তারপরে এটি গুঁড়ো ছাই দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় এবং আঠা দিয়ে ভেজা কাগজের স্তরগুলি এই মুখোশে আটকানো হয়। আবার মাটির প্রলেপ করা হয়। শুকানোর সময়, কাপড় পেস্ট করা হয়। তারপর মুখোশটি পালিশ করা হয়। একবার শুকিয়ে গেলে প্রথম প্রাথমিক স্তরটি সরানো হয়। তারপরে সাদা রঙের প্রথম আবরণ প্রয়োগ করা হয়।

অবশেষে, মুখোশটি রঙিন এবং নানা অলংকরণে সজ্জিত করা হয়। একাজে ব্যবহৃত হয় উল, পাট, ফয়েল, বাঁশের লাঠি, প্লাস্টিকের ফুল এবং পুঁতি। একটি পরিবারের পুরুষ ও মহিলা সবাই মুখোশ তৈরির কাজে যুক্ত থাকেন। এমনকি অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েরাও এই কাজে যুক্ত।

১

কাদার তাল তৈরি

২

শোকানো

৩

কাগজের মন্ডের আস্তরণ তৈরি

৪

রং করা

৫

অলংকরণ ও ফিনিশ

পণ্যদ্রব্য

ছৌনাচের শিল্পীরা অলংকৃত বিশাল মুখোশ এবং সলমা, জড়ি, চুমকি, পুঁতি বসানো ঝকমকে পোশাক ও অলংকার ব্যবহার করেন। পুরুলিয়ার ছৌ নাচে ব্যবহৃত মুখোশগুলি বড়ো এবং অলংকৃত। প্রতিটি চরিত্রের রয়েছে একটা নির্দিষ্ট মুখোশ। এই মুখোশগুলি মূলত দেবী দুর্গা, গণেশ এবং দৈত্যদের মতো পৌরাণিক চরিত্রের। ময়ূর, বাঘ, বানর এবং সিংহের মতো পশুপাখিদেরও মুখোশ রয়েছে। কিছু শিল্পী প্রতিমা গড়েন। হস্তশিল্পীরা এখন বাজার বাড়াতে তাদের শিল্পে নানা ব্যবহার্য জিনিসেও নিয়ে এসেছেন। নিজেদের সৃজনশীল উৎপাদনে উদ্ভাবনী ভাবনা এনেছেন তারা।

ঐতিহ্যবাহী মুখোশ

সাজসজ্জার মুখোশ

হস্তশিল্প কেন্দ্র

চড়িদাতে রয়েছে হস্তশিল্প কেন্দ্র। এখানে দেখা যায় নানা ধরনের মুখোশের একটি স্থায়ী প্রদর্শনী।

ছৌ মুখোশ উৎসব

ছৌ মুখোশ নির্মাতারা প্রতি বছর চড়িদায় ছৌ মুখোশ উৎসবের আয়োজন করেন। এই উৎসব যেন মুখোশের বৈচিত্র এবং মুখোশ শিল্পীদের দক্ষতার এক উদযাপন। প্রজন্মের পর প্রজন্ম চলে আসা শিল্প আঙ্গিকটি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলা এই উৎসবের মূল উদ্দেশ্য। এখানে অলংকৃত মুখোশের পাশাপাশি যে নাচে এই মুখোশ ব্যবহৃত হয় শারীরিক কসরৎ নির্ভর সেই ছৌ নাচ দেখারও সুযোগ পান দর্শকরা। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উদযাপনের পাশাপাশি চড়িদাকে 'অবশ্যই আসতে হবে' এমন এক সাংস্কৃতিক গন্তব্য হিসেবে গড়ে তোলাও এই আয়োজনের লক্ষ্য। ছৌ মুখোশ উৎসব পর্যটকদের পুরুলিয়ার জীবন্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে মগ্ন হওয়ার ডাক দেয়।

www.rcchbengal.com | www.puruliachau.com

RuralCraftandCulturalHubs | purulialokoshilpo

rcch_bengal

unesco

Rural Craft & Cultural Hubs of West Bengal

Department of MSME&T
Government of West Bengal